R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ
৩৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১৫ সাল।
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

লরি আটকিয়ে রাজনৈতিক মদতে দৈনিক হাজার হাজার টাকা লুটমারের প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের কানুপুর-বহুতালী (কে. বি) রোড গত ১১ ফেব্রুয়ারী জোর জুলুম টাকা আদায়ের প্রতিবাদে লরি ড্রাইভাররা টানা তিন ঘন্টা বন্ধ রাখে। পরে সুতী থানার নির্দেশে কাদোয়া বীট হাউসের আই, সি সদলবলে ঘটনাস্থলে যান। জুলুম করে টাকা আদায় রুখতে সিধোরী গ্রামের আর, এস, পির কয়েকজন সমর্থকসহ এলাকার কারো কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেয় পুলিশ। এরপর অবরোধ উঠে যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, দিন কয়েক আগে এখানে চাঁদা তোলা নিয়ে রাজনৈতিক মদতে কয়েকজন মদ্যপ যুবক ধুন্ধুমার কান্ড বাধায়। পুলিশ গিয়ে ওদের চাঁদা আদায়ের ঠেক ভাঙচুর করে ও এলাকায় ধরপাকড় শুরু করে। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, কে, বি রোডের ১৫ কিলোমিটার সীমারেখার মধ্যে রীতিমত অফিস ঘর তৈরী করে "চৈকপোষ্ট"-এর মতো বাঁশ ফেলে পথ ঘিরে রাখছে। ৩-৪ কিমি অন্তর চার চারটি জায়গায় তিন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা শ্রমিক ইউনিয়নের নামে লরি প্রতি দশ টাকা আদায় করছে। এ ছাড়া এক স্বঘোষিত 'সর্বদলীয় সমিতি' মালবাহী যানবাহন প্রতি (শেষ পৃষ্ঠায়)

সবুজ দ্বীপ যেন আর কলুষিত না হয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ সবুজ দ্বীপের মনোরম পরিবেশ ও ভাগীরথীর স্নিগ্ধ বাতাস ভ্রমণ পিপাসুদের মন কেড়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। শীতে দূর দূর থেকে লোক এসে পিকনিক করেন এখানে। জঙ্গিপুর পুর কর্তৃপক্ষ এক বেসরকারী সংস্থাকে দ্বীপটি দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছে বছর তিনেক আগে। বর্তমানে দ্বীপের ছায়াঘন নির্জন পরিবেশের সুযোগ নিয়ে স্কুল-কলেজ বা প্রাইভেট পড়ুয়ারা মোবাইলের কল্যাণে যখন তখন ঐ দ্বীপে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে, চুটিয়ে প্রেমালাপের সুযোগ নিচ্ছে। এদের মদত দিচ্ছে ওখানকার হোটেল-রেষ্টুরেন্টের লোকজন বলে অভিযোগ। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এলেও বিভিন্ন গাছের নীচে অনেক জুটিকে ঘনিষ্ঠভাবে সময় কাটাতে দেখা যায়। এক সময় এই পার্ক তদারকির অভাবে নানা অসামাজিক কাজের আখড়া হয়ে পদে পদে কলুষিত হয়েছে। আবার যাতে ঐ পরিবেশ ফিরে না আসে তারজন্য পুরপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রভবনে ভাঙচুর অভিনেত্রী পালিয়ে বাঁচলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : এক বহুজাতিক সংস্থা তাদের প্রোডাক্টের ওপর একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে রঘুনাথগঞ্জে। তার প্রেক্ষিতে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেয় এক অনুষ্ঠানে জয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করার (শেষ পৃষ্ঠার)

জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী সি পি আই (এম) এর রাজ্য কমিটির সদস্য ও জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলে খবর। (শেষ পৃষ্ঠায়?)

মানুষের ভালোবাসায় বইমেলা শেষ হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বইমেলা গত ১৫ ফেব্রুয়ারী উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে শেষ হলো। ঐ দিন ভিড় সামলাতে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। 'কোন সরকারী অনুদান ছাড়া এই ধরনের (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

॥ কর্ম্ম-ব্যতিহার ॥

আজকাল 'ওয়ার্ক কালচার' বলিয়া একটি কথা বহুশ্রুত এবং সুপরিচিত। ইহার অভাবে দেশের অগ্রগতি যথেষ্ট ব্যাহত হয়। অনেক জরুরী কাজকর্ম এই কারণে খুবই বিলম্বিত হইয়া নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও 'ওয়ার্ক কালচার' অনুপস্থিত বলিয়া অনেক কথা শোনা যায়। অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন—এই উভয় ক্ষেত্রেই উক্ত অশুভ প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ফলস্বরূপ এই রাজ্যে শিক্ষার মান অনেক নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। আর সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক রাজ্যের তুলনায় শোচনীয়ভাবে নামিয়া গিয়াছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে এক শ্রেণীর শিক্ষক নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন না। শ্রেণীকক্ষে কোনও রকমে নির্দিষ্ট সময়টুকু পার করিয়া দেওয়াই হয় লক্ষ্য। পাঠদানে নিষ্ঠা তথা আগ্রহ থাকেনা। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয়ের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিবার চেষ্টার অভাব পরিলক্ষিত হয়। পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন থাকিলে উক্ত শ্রেণীর শিক্ষক বিরক্তি প্রকাশ করেন, অনেকস্থলে শারীরিক নির্যাতন করিয়া এইরূপ পরিস্থিতির অবসান ঘটাইতে চাহেন। শিক্ষার্থীরাও ভয়ে চুপ হইয়া যায়। পাঠগ্রহণ বিষয়ে তাহারা আগ্রহী হয় না বলিয়া ক্রমশ অমনোযোগী হইয়া পড়ে। আবার শিক্ষিত বেকারের ক্রমবর্দ্ধমানতা তাহাদের মধ্যে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে, তাহা তাহাদিগকে বিপথে পরিচালিত করিয়া থাকে। এই কারণে কোন বিবেকবান শিক্ষক কোন অন্যায় ও অনিয়মের প্রতিকার করিতে উদ্যত হইলে অনেক সময় ছাত্রদের দ্বারা নির্যাতিত হন। অকালে প্রাণও চলিয়া যায়।

এই সব ঘটনা ছাত্রদের 'ওয়ার্ক কালচার' কতটা যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাই প্রমাণ করে। এমনিতেই অনেক ছাত্র শিক্ষকদিগকে সময়ে সময়ে নানাবিধ গালাগালি দেয়। প্রাণঘাতী ব্যবস্থা লইতে তাহারা যে পশ্চাৎপদ নহে, তাহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। সমাজ কতখানি অবক্ষয়ের পথে চলিয়াছে, এই প্রকার ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে রাহু প্রবেশ করিয়াছে, তাহা কিছু কিছু বিবেকহীন শিক্ষককে যেমন প্রভাবিত করিতেছে, তেমনই ছাত্রদিগকেও একই পথে লইয়া যাইতেছে।

সন্ত্রাসবাদী

শীলভদ্র সান্যাল

মহারাজা জন্মেজয় কহিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব। কলিযুগে 'সন্ত্রাসবাদী' নামক এক শ্রেণীর মনুষ্য মর্তলোকে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভু-মন্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। ইঁহাদিগের লীলাকীর্তন শ্রবণ করিতে মনে বড়ই বাসনা জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহপূর্বক ইঁহাদের বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করুন।"

মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিলেন, "মহারাজা! পৃথিবীর যখন আপন ঘূর্ণন-চক্রে আবর্তিত হইতে হইতে কলিযুগের আন্তিমপাদে বিংশোত্তরী দশায় কেতু লগ্নে সমুপস্থিত হইয়া অশ্লেষা ও মঘা নক্ষত্রের অতি সমীপবর্তী হইবে ও উভয়ের দ্বিবিধ মহাকর্ষজ বলের তীব্র আকর্ষণে আধিভৌতিকভাবে অতি উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে, তখন রক্তবীজের উত্তরসুরীরূপে 'সন্ত্রাসবাদী' নামক এক বিচিত্র শ্রেণীর মনুষ্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র দিঙমন্ডল প্রকম্পিত করিয়া তুলিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষতঃ, উত্তর গোলার্ধের দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাঙের ছাতার মত সহস্র সহস্র জঙ্গী প্রশিক্ষণ শিবির গজাইয়া উঠিবে ও তাহাদের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এই সব মনুষ্যদেহধারী দানবকুল নবতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশে দেশে নির্বিচারে নারকীয় হত্যাকান্ড চালাইবে, কখনও বা আত্মঘাতীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হইয়া নিমেষে ধ্বংস করিয়া দিবে আকাশচুম্বী সুউচ্চ হর্ম্যরাজি! আমেরিকা হইবে ইহাদের সূতিকাগার! হে নরাধীপ! সত্যযুগে ক্ষীরোদ শয্যাশায়ী ভগবান বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে উৎপাদিত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দুই দুর্দান্ত দৈত্য যেরূপ স্রষ্টারই অস্তিত্ব বিনাশে সমুৎসুক হইয়াছিল, তদ্রূপ ইহারাও আমেরিকার জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আপন গর্ভনীরই সত্ত্বা বিলোপ করিতে উদগ্রীব হইয়া উঠিবে। মহারাজা জন্মেজয় মুনি শ্রেষ্ঠের এ হেন ভাষণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কন্ঠে কহিলেন, 'কিন্তু কী উদ্দেশ্যে তাহারা এই প্রকার ভয়াবহ কর্মকান্ডে লিপ্ত হইবে তাহা জানিতে মনে বড়ই কৌতুহল জন্মিতেছে।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বিংশ শতাব্দীতে হিটলার নামক এক দৃপ্ত আর্যরক্ত গর্বিত, মহাসাম্রাজ্যবাদীর উত্থান ও পতনের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মহাসমরের পরিসমাপ্তি ঘটিবে ও বিশ্বের তাবৎ দেশসমূহের মধ্যে যে অভুতপূর্ব মেরুকরণ সংঘটিত হইবে, তাহারই ফলস্বরূপ আমেরিকা এক মহাশক্তিধর দেশরূপে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করিবে। ধনতান্ত্রিক এই দেশ অধিক ধনলিপসার তাড়নায় সমগ্র বিশ্বকে অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করিবে এবং সাথে সাথে বিবিধ প্রকার অত্যাশ্চর্য মারণাস্ত্র নির্মাণ করিয়া বিশ্বের বাজারে বিক্রয় করিবে এবং আরও অধিক মুনাফা লুটিতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সুকৌশলে যুদ্ধ বাধাইয়া দিবে। কারণ যুদ্ধ চলিতে থাকিলে বিপুল অস্ত্র বিক্রয়ের সুযোগ ঘটে। হে সত্যভৃৎ! কালান্তরে অস্ত্রের এই সব কারখানা হইতেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম হইবে এবং সন্ত্রাসবাদীগণ পঙ্গপালের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে উৎপন্ন হইয়া দেশে দেশে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করিবে এবং এমনকি আমেরিকাকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। তাহার অতি 'দাদাগিরি' ও ধর্মোন্মাদগণের অতি অসহিষ্ণুতা এই উভয়বিধ বিপ্রতীপ আকর্ষণে সন্ত্রাসবাদীরা সমদ্ভুত হইয়া মর্তলোকে যথেচ্ছাচার চালাইবে। 'রাষ্ট্রসংঘ' নামক এক শান্তিকামী সংস্থা এখানে-ওখানে যৎসামান্য যে শান্তিবারি নিক্ষেপ করিবে, তাহা অগ্নি নির্বাপণে যথেষ্ট হইবে না, কারণ তাহারা হইবে মূলতঃ আমেরিকার তাঁবেদার। কখনও বা এই সন্ত্রাসবাদীর বণিক সমাজে সুবৃহৎ রোহিত মৎস্যস্বরূপ ভি, আই, পিদের অপহরণ করিয়া কোটি টাকা উপার্জন করিবে এবং নিরাপদে কার্যসিদ্ধির মানসে তাহারা আগাম যাহার মাধ্যমে গোপন তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিবে, তাহার নাম হইবে আই, এস, আই। মথুরাধিপতি কংসের ভ্রাতা যেরূপ শিশুপালরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তেমনই সন্ত্রাসবাদীর অপর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত 'মস্তান' নাম ধারণ করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় পরিপুষ্ট হইয়া বহুতর নানাবিধ অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হইবে। দেশের নেতৃবর্গ নির্বাচন বৈতরণী পার হইবার জন্য ইহার সর্ববিধ সন্তুষ্টিবিধান করিতে যত্নবান হইবেন। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা (৩য় পৃষ্ঠায়)

হেড পোষ্ট অফিসে গ্রাহক পরিষেবা ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসে গত ২৯ জানুয়ারী কমপিউটর অকেজো হয়ে গ্রাহকদের দুর্ভোগ বাড়ায়। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও কোন কাজ হয় না। পোষ্ট-মাষ্টারের কাছে গিয়েও এ ব্যাপারে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। একবার বলেন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারী দিয়ে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে, আবার বলেন বহরমপুরে ফোন করা হয়েছে, ওখান থেকে মেকানিক আসছেন ইত্যাদি। শেষে কোন প্রচেষ্টাই সফল হয়নি বলে খবর।

সন্ত্রাসবাদী (২য় পৃষ্ঠার পর)

বলিতে কিছু থাকিবে না।'

জন্মেজয় কহিলেন, 'হে মুনি প্রবর! আপনার রোমাঞ্চকর মহাভাষ্য শ্রবণ করিয়া আমার সর্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত হইতেছে। এই সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়িয়া বেদমন্ত্র মুখরিত, ঋষিকুল সমাবৃত এই আশ্রমিক সনাতন ভারতবর্ষের কী অবস্থা হইবে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।'

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজর্ষি! পাঠান ও মোঘল নামক দুই দুর্ধর্ষ জাতি এই পুণ্যভুমিতে প্রায় সহস্র বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ভারতবর্ষ ইংরাজ বণিককুল কর্তৃক অধিকৃত হইবে এবং তাহারাও প্রায় দুই শত বৎসর এই বিশাল ভুমিকে ইক্ষুবৎ চর্বণ করিয়া এদেশ পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে সুকৌশলে জাতি দাঙ্গা বাধাইয়া দিয়া দেশবাসীকে উপহার দিবে এক দ্বিখন্ডিত ভারতবর্ষ! দেশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া 'পাকিস্তান' নামক এক পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হইবে। দেশের তাবড় তাবড় নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করিবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষায় 'মহাত্মা গান্ধী' নামক এক অসহায় অর্ধনগ্ন বৃদ্ধ ফকিরকে নিরাকার ব্রহ্মস্বরুপে উত্তীর্ণ করিয়া ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত প্রার্থনা সভ্যগৃহে নির্বাসন দিবে ও দেশ বিভাজন মানিয়া লইবে। কালান্তরে ইহার মারাত্মক ফল এই হইবে—পৌরাণিক যুগে স্বর্গের অধিকার লইয়া দেবাসুরের মধ্যে যেরুপ মহাসমর সংঘটিত হইত, তেমনই ভুস্বর্গস্বরুপিণী কাশ্মীরের স্বামিত্ব লইয়া উভয় দেশ এক অনিঃশেষ কলহে লিপ্ত হইবে ও তাহারই সুবাদে সন্ত্রাসবাদ এই পূত ভুমিখন্ডের শান্তি ও সুস্থিতি সমুলে বিনষ্ট করিবে। উত্তেজনা প্রশমনের নিমিত্ত উভয় দেশ প্রায়শই কুটনৈতিক আলোচনার টেবলে মুখোমুখি বসিবে ও নানাবিধ চুক্তি সম্পাদন করিবে, কিন্তু তাহাতে সন্ত্রাসবাদীদের নরমেধ যজ্ঞে কোনরুপ অন্তরায় হইবে না।

মহামতি জন্মেজয় মহর্ষির এবম্বিধ বচন পরম্পরা শ্রবণে নিতান্ত ভগ্নস্বরে বলিলেন, 'হে ত্রিকালদর্শী! সন্ত্রাসবাদীগণের বীভৎস কীর্তি কাহিনী শ্রবণে আমার চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে! অনুগ্রহপুর্বক আপনি ভিন্ন প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।'

আফিডেবিট

আমরা হাবিবুর আনসারি (২৬) এবং সামিরুদ্দিন আনসারি, (১৯) উভয়ের পিতা আব্দুল খালেক, সাং গোফুর-পুর, পোঃ জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার ও আমার ভায়ের স্কুল সার্টিফকেটে সাঠক নাম ও উপাধি থাকলেও অন্যান্য জায়গায় হাবিবুর রহমান উল্লেখ আছে। তেমনি আমার ভায়ের নামের ক্ষেত্রেও সামিরুদ্দিন সেখ উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে গত ৩/১১/০৮ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করে আমরা উভয়ে হাবিবুর আনসারি ও সামিরুদ্দিন আনসারি প্রমাণিত হলাম।

নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনিরুজ্জমান আরাফাত (মনি) এর একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে এক নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হয় ১ ফেব্রুয়ারী '০৯। গত ৮ ফেব্রুয়ারী নব জাগরণ স্কুল মাঠে ফাইনাল খেলায় সাইদাপুর স্পোর্টিং ক্লাব বি, এম, এন, পি-কে পরাজিত করে। খেলা পরিচালনা করে খিদিরপুর মিতালী সংঘ। ক্রিকেট প্রেমীদের ভিড়ে মাঠ চত্বর প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। এলাকার দায়িত্বশীল আমলা ও শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও ঐ অনুষ্ঠানে দেখা যায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

২০০৯—২০১০ সালে সরকারী বিজ্ঞাপন প্রদানের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত ২০০৯—২০১০ সালের আর্থিক বর্ষের বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য জেলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের দিনগুলিতে দুপুর (১২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত) জেলা ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তর থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। এই আবেদন পত্র যথাযথভাবে পুরণ করে উক্ত দপ্তরেই আগামী ১৬/০৩/২০০৯ এর মধ্যে জমা দিতে হবে।

পত্রিকার প্রকাশকাল অনুযায়ী বিগত বৎসরের ন্যূনতম সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশ ও কার্যালয়ে জমা না করলে ফর্ম সরবরাহ করা হবে না। আবেদনকারীদের আর এন আই অনুমোদনের জেরক্স কপি ও বিগত বৎসরের অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অবশ্যই আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে।

স্বাক্ষর—
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক,
মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ১০৭৯(১৯) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৯/০২/০৯

আমাদের লক্ষ্য

কৃষি উৎপাদন বাড়ানো

আমাদের লক্ষ্য

কৃষকদের আয় বাড়ানো

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সঙ্গে আছি সঙ্গেই থাকবো

স্মারক নং ৬৭ (২৬) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৭/১/০৯

ট্রাকটর উলটিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত সপ্তাহে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের আলেরউপর-রাজানগর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরিকে পাশ কাটাতে গিয়ে মাটি ভর্তি একটি ট্রাকটর উলটিয়ে যায়। ট্রাকটরের চালক তথা মালিক রাণীনগরের রামচন্দ্র চৌধুরী (৫৪) মর্মান্তিকভাবে ঘটনাস্থলে মারা যান।

মানুষের ভালোবাসায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়াস সফল হয়েছে একমাত্র এলাকাবাসীর আন্তরিক সহযোগিতায়। তাই বইমেলা বন্ধ হবে না।' এ কথা জানান বইমেলা কমিটির দুই কর্মকর্তা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও সোমনাথ সিংহ রায়।

রাস্তা অবরোধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

চল্লিশ টাকা আদায় করছে। এই রাস্তা দিয়ে দৈনিক মোরাম, চিপস্, বালি ইত্যাদি বহনকারী কয়েকশো লরি আসা যাওয়া করে। এর ওপর সরস্বতী পুজো বা মহরমের সময় রাস্তা ঘিরে যানজট পাকিয়ে চাঁদা আদায়ের জুলুম কমবেশি প্রত্যেকের গা সওয়া হয়ে গেছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে দৈনিক হাজার হাজার টাকা লুটমারের এমন সংগঠিত কুসুমাস্তীর্ণ পথ বোধহয় মহকুমায় দ্বিতীয় নেই।

রবীন্দ্রভবনে ভাঙচুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

কথা ছিল। কিন্তু সেখানে আসন সংখ্যার থেকে প্রতিযোগী অনেক বেশী হয়ে পড়ায় জায়গা নিয়ে ব্যাপক গন্ডগোল শুরু হয়। রবীন্দ্রভবনে ভাঙচুর চলে। ঐ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ অভিনেত্রী দেবলীনা অক্ষত শরীরে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচেন বলে খবর। পুলিশ ঘটনা আয়ত্তে আনার আগেই যা ক্ষতি হয়ে যায়। শেষে নিয়ম মতো কয়েকজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে আসে।

জঙ্গিপুর লোকসভা (১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনের দিন ঘোষণা বা প্রার্থী তালিকা বার হতে কিছু সময় বাকী থাকলেও বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকায় মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে আনিসুর রহমানের নামও প্রাধান্য পেয়েছে। আরও জানা যায়, রাজ্য কমিটি জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের সমকক্ষ কাউকে না পেয়েই নাকি মৃগাঙ্কবাবুকে প্রার্থীর সিদ্ধান্ত নেয়। উল্লেখ্য, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুরের নতুন কেন্দ্রে সিপিএম থেকে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে একটা প্রচার বেশ কিছুদিন ধরেই চলে আসছে।

Government of West Bengal

Office of the Executive Engineer
Murshidabad Division, P. W. (CB) Dte.
Berhampore, Murshidabad

Short form of N. I. T.—II EE (MUR) of 2008-09

Sealed Tenders are invited for different works, settled in 6 (Six) groups, such as "Sinking of 100 mm × 50 mm size 1 no. Tubewell under special repair and renovation work of Siksha Bhawan, Berhampore (Sl. I)", "Construction of staff quarter at 2nd floor over the departmental stack yard under this Division (Sl. 2)", "Earth work in filling the pond of Muslim Girls' Hostel, Berhampore (Sl. 3)", Dist. Murshidabad, "Construction of boundary wall for Men's Hostel of Govt. Teachers' Training College (Sl. 4)", "Construction of boundary wall at SDL & LRO, Chanchal (Sl. 5)", "Repair & renovation work of quarters at N.C.C. House, Malda (Sl 6)" Dist. Malda during 2008-09 from Enlisted contractors of P.W.D. of Class-III (S&P) (Sl. 1), Class-II (R&B) (Sl. 2 & 4), Class-IV (R&B) (Sl. 3 & 6) including from Labour Co-optv. Society as per G.O. (Sl. 2, 3, 4 & 6) and from Regd. Engg. Co-optv. (Sl. 5) deciding the last date of application for purchasing of tender papers, date of purchasing tender papers, receiving & opening of tender papers are 20/02/2009 (Upto 5.00 p.m.), 24/02/2009 (Upto 3.00 p.m.), 26/02/2009 (12.00 noon to 2.30 p.m.) & 26/02/2009 (After 3.00 p.m.) respectively.

Detailed documents may be seen on working days from the office of the undersigned.

Executive Engineer,
Murshidabad Division
C.B.Dte., P.W.Deptt.
Govt. of West Bengal

Memo No. 143/D. I. C. O., Murshidabad Date 13. 02. 09

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুক্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।